তারিখ 14 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সংবাদ

নিজ উপজেলায় নিয়োগ পাবেন নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এবারের নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ উপজেলাতেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন। এক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বা সভাপতির কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগকে যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব শিক্ষক সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণে দায়িত্ব পালন করে শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।'

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এ সময় শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান এএমএম আজহার এবং ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লাহ, অধ্যাপক নেহাল আহমেদসহ কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্ত্রী আরও বলেন, 'প্রত্যেকে নিজ নিজ উপজেলাতে নিয়োগ পাবেন। নিজ উপজেলাতে পদ না থাকলে নিজ জেলাতে পাবেন, নিজ জেলাতে না হলে বিভাগে পাবেন। তবে যারা সরকারকে শিক্ষকের চাহিদা না দিয়ে অস্থায়ী শিক্ষকদের দিয়ে কার্যক্রম চালাবেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

ত্রয়োদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় এবার এক লাখ ৪৭ হাজার ২৬২ জন পরীক্ষার্থী

পরীক্ষায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

পরীক্ষায় : উত্তীর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্কুল পর্যায়ে ৯১ হাজার ৬১৪ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ৫৫ হাজার ৬৯৮ জন। গত ১৩ মে এ নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছয় লাখ দুই হাজার ৫৩৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'আগে সারাদেশে ৩৭ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্নভাবে ৩৭ হাজার কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বিড়ম্বনার খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে বিড়ম্বনামুক্ত পরিবেশে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নিজেদের অনেক বেশি যোগ্য ও সম্মানিত বোধ করবেন।'

সারাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদে ১৫ হাজার শিক্ষকের চাহিদা পেয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এর প্রেক্ষিতে জারি করা প্রজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে অনলাইনে আবেদনের শেষ সময় ১০ আগস্ট পর্যন্ত ১৩ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। এসব আবেদন যাচাই-বাছাই করে এনটিআরসিএ শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে যাচ্ছে।

নতুন নিয়মানুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কেবল নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগপত্র ইস্যু করবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা আগেও হয়েছে। তখন সার্টিফিকেট দেয়া হতো। এ নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগও আছে। কিন্তু এবারই প্রথম আমরা পিএসসি'র মতো মানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা নিচ্ছি। এক্ষেত্রে প্রথম প্রিলিমিনারি টেস্ট হয়েছে। এখন লিখিত পরীক্ষা হচ্ছে। এরপর ১৫ দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। আগামী অক্টোবরে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।'

মন্ত্রী জানান, 'আমরা ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে চাহিদা নিয়েছি। ফল প্রকাশের সময় অনলাইনেই নিয়োগপ্রাপ্তদের জানিয়ে দেয়া হবে- সে কোথায় নিয়োগ পেলেন। কাজেই এখানে ঘুষ, দুর্নীতির কোন সুযোগ থাকবে না। স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা সভাপতিরও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নেই।'